ড. ইউনূস দায় এড়াতে পারেন না: ডিবি

গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের কয়েক নেতার যোগসাজশে সাধারণ কর্মচারীদের ২৬ কোটি ২২ লাখ টাকা লুটপাটে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নাম মো. মাইনুল ইসলাম (৩৯)। তিনি গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সহসভাপতি।

কুমিল্লা সদর থানার মগবাড়ি থেকে বুধবার তাকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা গুলশান বিভাগ। এ সময় তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ ও এক কোটি ৭০ লাখ টাকার একটি চেক জব্দ করা হয়। রোববার দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান ডিবির প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ডিবির প্রধান বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস লুটপাটের দায় এড়াতে পারেন না। তদন্তে যা আসবে সে অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব।

এদিকে হাইকোর্ট বলেছেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ টেলিকমে শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছেন কিনা তা নির্ধারণ করবেন শ্রম আদালত। এমন পর্যবেক্ষণ দিয়ে তার বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলা বাতিলে জারি করা রুল খারিজ করে দিয়েছেন। বিচারপতি এসএম কুদ্দুস জামান ও বিচারপতি ফাহমিদা কাদেরের হাইকোর্ট বেঞ্চের দেওয়া ১২ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায় রোববার প্রকাশিত হয়। এর আগে ১৭ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলা বাতিলে জারি করা রুল খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। ফলে নিু আদালতে এ মামলা চলতে বাধা নেই বলে জানান আইনজীবী।

সংবাদ সম্মেলনে ডিবির প্রধান হারুন অর রশীদ বলেন, কর্মচারীদের অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় ৫ জুলাই শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. কামরুজ্জামান ও সেক্রেটারি ফিরোজ মাহমুদ হাসানকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের দেওয়া জবানবন্দির ভিত্তিতে মাইনুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ডিবির প্রধান বলেন, শ্রম আইন অনুযায়ী বাৎসরিক লভ্যাংশের ৫ শতাংশ অর্থ ৮০:১০:১০ অনুপাতে ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড,

বলেন, বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি। ড. ইউনূস এর সঙ্গে জড়িত আছেন কিনা-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে আমরা মনে করছি এর দায় তিনি এড়াতে পারেন না। আমরা আরও জিজ্ঞাসাবাদ করছি। এ বিষয় নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলব। তদন্তে যা আসবে সে অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব।’

হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায়: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনজীবী খুরশীদ আলম খান বলেন, হাইকোর্ট রায়ে বলেছেন, মামলায় যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেসব অভিযোগের বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই বিচার হবে। বিচারিক আদালত তা নির্ণয় করবেন। রায়ে বলা হয়েছে, শ্রম আইন লঙ্ঘন কতটুকু হয়েছে বা আদৌ হয়েছে কিনা তা বিচারিক আদালতই নির্ণয় করবেন।

এজাহারে বলা হয়েছিল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ড. ইউনূসের গ্রামীণ টেলিকম পরিদর্শনে যান। সেখানে গিয়ে তারা শ্রম আইনের কিছু লঙ্ঘন দেখতে পান। এর মধ্যে ১০১ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে স্থায়ী করার কথা থাকলেও তাদের স্থায়ী করা হয়নি। শ্রমিকদের অংশগ্রহণের তহবিল ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়নি। এছাড়া কোম্পানির লভ্যাংশের ৫ শতাংশ শ্রমিকদের দেওয়ার কথা থাকলেও তা তাদের দেওয়া হয়নি। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে এ মামলা করা হয়। গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক আরিফুজ্জামান বাদী হয়ে ড. ইউনূসসহ চারজনের নামে এ মামলা করেন। ড. ইউনূস ছাড়াও এমডি মো. আশরাফুল হাসান, পরিচালক নুরজাহান বেগম ও মো. শাহজাহানকে মামলায় বিবাদী করা হয়।

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে ফের দাম বাড়ল সয়াবিনের

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে তা লিটারে ৯ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে-যা মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর করা হয়।বিশ্ববাজারে

সয়াবিন তেলের দাম নিম্নমুখী। এরপরও দেশে বাড়ানো হলো এর দাম।

পরিশোধন মিল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে দাম বৃদ্ধির বিষয়টি জানিয়েছে।

এদিকে তেলের দাম বাড়ায় ক্রেতাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তারা বলছেন, বাজারে সব ধরনের পণ্যের উচ্চমূল্যের মধ্যেই তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। এতে আয়ের সঙ্গে ব্যয় সামলাতে ভোগান্তি আরও বাড়বে।

মিল মালিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেল গ্রাহক পর্যায়ে বিক্রি হবে ১৭৫ টাকায়, যা এর আগে ১৬৬ টাকা ছিল। অর্থাৎ, খোলা সয়াবিনের দাম লিটারে বাড়ছে ৯ টাকা। আর প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল বিক্রি হবে ১৯২ টাকায়, যা এতদিন ১৮৫ টাকা ছিল। অর্থাৎ লিটার বোতলে ক্রেতাকে ৭ টাকা করে বাড়তি গুনতে হবে। সয়াবিন তেলের ৫ লিটারের বোতল বিক্রি হবে ৯৪৫ টাকায়। সেক্ষেত্রে লিটার প্রতি দাম পড়বে ১৮৯ টাকা।

নতুন সিদ্ধান্তে সয়াবিনের দাম বাড়লেও লিটারে ৭ টাকা কমেছে পাম তেলের দাম। প্রতি লিটার পাম তেল এখন বিক্রি হবে ১৪৫ টাকায়, যা আগে ১৫২ টাকা নির্ধারিত ছিল।

এদিকে বিশ্ববাজার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, জুনে প্রতি টন সয়াবিন তেলের মূল্য ছিল ১৭৫১ ডলার। মঙ্গলবার তা ছিল ১৫১৬ ডলার। অর্থাৎ এ সময়ে প্রতি টনে দাম কমেছে ২৩৫ ডলারেরও বেশি।

সমিতির সচিব নুরুল ইসলাম মোল্লা জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কিছুটা কমলেও ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমদানি খরচ বেড়ে গেছে। সে কারণে আমরা লিটারে দাম ২০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিলাম।

মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সমিতির চিঠিতে বলা হয়, ৩ আগস্ট সয়াবিন তেলের মূল্য সমন্বয়ের বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সে অনুযায়ী ১৭ আগস্ট আলোচনার পর মূল্যবৃদ্ধির এ ঘোষণা দেওয়া হলো। ২৩ আগস্ট থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে।

রাজধানীর নয়াবাজার ও কেরানীগঞ্জের জিনজিরা কাঁচাবাজার ঘুরে এবং

বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, খুচরা বাজারে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন বিক্রি হয়েছে ১৮২ টাকায়, যা ১৭৫ টাকা নির্ধারিত দামের তুলনায় ৭ টাকা বেশি। পাশাপাশি প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন বিক্রি হয়েছে ১৯২ টাকা। আর পাম তেলের দাম কমানো হলেও আগের দরে প্রতি লিটার ১৫০-১৫২ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যা ১৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জিনজিরা কাঁচাবাজারে তেল কিনতে আসা মো. ইসমাইল বলেন, ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা হলেই তেলের দাম বাড়ায়। কিন্তু গণমাধ্যমেই খবর শুনছি বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমছে। তাহলে আমাদের দেশে কীভাবে তেলের দাম বাড়ে। সরকার আমাদের কথা একটুও মাথায় রাখে না। বাজারে একের পর এক পণ্যের দাম বাড়ছে। আমাদের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

জিনজিরা কাঁচাবাজারের মুদি বিক্রেতা সাক্কুর আলম বলেন, বাজারে নতুন দামে বোতলজাত সয়াবিন সরবরাহ নেই। দু-একদিন সময় লাগবে সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে। তবে অনেক অসাধু বিক্রেতা আগের বোতলজাত সয়াবিন নতুন দামে বিক্রি করছে, যা কাম্য নয়।

জানতে চাইলে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, পরিবহণ ভাড়া বৃদ্ধির অজুহাতে অনেক পণ্যের দাম অযৌক্তিকভাবেও বাড়ছে। সেই দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে না আনতেই সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানো হলো। এতে ক্রেতাদের ব্যয় আরও বাড়বে। তাই সংশ্লিষ্টদের উচিত তেলসহ পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে যে যে পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নেওয়া। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা। পরিবহণ খরচ বাড়ায় পণ্যের দাম কত হয়, তা নির্ধারণ করা। এতে অসাধুরা সুযোগ নিতে পারবে না।

দেশ ত্যাগের সময় পিকে হালদারের দুই নারী সহযোগী গ্রেফতার

বাংলাদেশ থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা পাচারে জড়িত পিকে (প্রশান্ত কুমার) হালদারের দুই নারী সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। দেশ ত্যাগের সময় এই দুই

নারীকে গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার সকালে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাবের লিগ্যাল আ্যন্ড মিডিয়া উইংয়ের সহকারী পরিচালক এএসপি আল আমিন।

তিনি বলেন, পিএলএফএসএল কোম্পানির প্রায় ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎকারী পিকে হালদার ভারতীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার আছেন। তার দুই নারী সহযোগী বাংলাদেশ ছাড়তে চেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওপর র্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি চলছিল। এরই ভিত্তিতে পিকে হালদারের দুই নারী সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে গ্রেফতারদের নাম প্রকাশ না করা হলেও এ বিষয়ে বুধবার দুপুরে কারওয়ানবাজার র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান র্যাবের লিগ্যাল আ্যন্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন।

দেশের আর্থিক খাতের শীর্ষ জালিয়াত পিকে হালদারের (প্রশান্ত কুমার হালদার) ১৫ বান্ধবী ও ঘনিষ্ঠ নারীদের ব্যাংক হিসাবে অন্তত ৮৬৭ কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। উপহার, গাড়ি ও ফ্ল্যাট কিনে দেওয়া, দেশে-বিদেশে ভ্রমণসহ বিভিন্ন অজুহাতে ঋণের নামে তাদের এ অর্থ দেওয়া হয়। পিপলস লিজিংসহ চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মোটা অঙ্কের এ অর্থ নারীদের নামে-বেনামের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

আরও জানা গেছে— কখনো ঋণের নামে, কখনো বিনোদন ভাতার নামে আবার কখনো অবৈধ টাকা আড়াল করতে পিকে হালদার এসব কাজ করেন। কোনো কোনো বান্ধবীর নামে ব্যাংকে টাকা স্থানান্তর ছাড়াও ফ্ল্যাট ও দামি গাড়ি কিনে দিয়েছেন। আবার কাউকে দেশে-বিদেশে পাঁচতারকা হোটেলে নিয়ে আনন্দ-ফূর্তিও করেছেন তিনি। দুদকের অনুসন্ধান শুরু হলে পিকে হালদারের এক বান্ধবী দেশ ছেড়ে কানাডায় পালিয়ে যান। তিনি এখন পিকে হালদারের নিয়ন্ত্রণেই ওই দেশে আছেন। বান্ধবীদের নামে অর্থকড়ি খরচের পাশাপাশি নিজেকে আড়ালে রাখতে আর্থিক জালিয়াতিতে পিকে হালদারের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও সহকর্মীদেরও ব্যবহার করেন।

দুদকের অনুসন্ধানের বিষয়ে জানতে চাইলে সংস্থাটির চেয়ারম্যান ড. ইকবাল মাহমুদ বলেন, যারা দেশের আর্র্থিক খাত লোপাট করে নিঃশেষ করে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দুদকের জোরদার কাজ চলছে। অনুসন্ধানে

মেহেরপুরসহ সকল জেলা পরিষদের ভোট ১৭ অক্টোবর

আগামী ১৭ অক্টোবর মেহেরপুরসহ দেশের ৬১টি জেলা পরিষদের ভোট অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন (ইসি) মঙ্গলবার এ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ সময় ১৫ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই ১৮ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৫ সেপ্টেম্বর এবং প্রতীক বরাদ্দ ২৬ সেপ্টেম্বর।

জেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ইভিএমে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকরা এই নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন।

এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ দেড়শো আসনে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

মঙ্গলবার কমিশনের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভা শেষে কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।

আরও ১ কোটি ফাইজার টিকা পেল

বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে আরও এক কোটি ডোজ ফাইজারের করোনা টিকা অনুদান দিয়েছে।

মঙ্গলবার ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে— যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ফাইজারের তৈরি কোভিড-১৯ টিকার আরও এক কোটি ডোজ অনুদান দিয়েছে, যাতে বাংলাদেশ কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের টিকাদান কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে পারে।

এতে আরও বলা হয়, নতুন এই এক কোটি টিকাসহ বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের সাড়ে ৮ কোটি ডোজেরও বেশি করোনা টিকা অনুদান দিয়েছে। এ ছাড়া ৫১ হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্যসেবাদানকারী ও অন্যান্য কর্মীর প্রশিক্ষণ, ১৮টি ফ্রিজার ভ্যান, ৭৫০টি ফ্রিজার ইউনিট ও ৮ হাজার টিকা বহন বাক্স অনুদান এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৫ কোটি ৭০ লাখ ডোজ টিকা পরিবহণে সহায়তা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

লিটারে ৭ টাকা কমল পাম তেলের দাম

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে সয়াবিন তেলের দাম বাড়ালেও কমেছে পাম তেলের দাম।

পরিশোধন মিলমালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন মঙ্গলবার পাম তেলের নতুন দামের কথা জানিয়েছে।

মঙ্গলবার থেকেই নতুন এ মূল্যহার কার্যকর হবে বলে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্তে সয়াবিনের দাম বাড়লেও লিটারে ৭ টাকা কমেছে পাম তেলের দাম। প্রতি লিটার পাম তেল এখন বিক্রি হবে ১৪৫ টাকায়, যা

আগে ১৫২ টাকা নির্ধারিত ছিল।

সমিতির সচিব নুরুল ইসলাম মোল্লা বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কিছুটা কমলেও ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমদানি খরচ বেড়ে গেছে। সে কারণে আমরা লিটারে দাম ২০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোলা সয়াবিন তেল লিটারে ৯ টাকা ও বোতলের সয়াবিন তেল লিটারে ৭ টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে।

মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সমিতির চিঠিতে বলা হয়, গত ৩ অক্টোবর সয়াবিন তেলের মূল্য সমন্বয়ের বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সে অনুযায়ী গত ১৭ আগস্ট আলোচনার পর মূল্যবৃদ্ধির এই ঘোষণা দেওয়া হলো। ২৩ আগস্ট থেকে নতুন এই দাম কার্যকর হবে।

বুধবার থেকে অফিস সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা

বুধবার (২৪ আগস্ট) থেকে সব সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিস সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে এবং মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন।

বৈঠক শেষে সচিবালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

বৈশ্বির পরিস্থিতির কারণে সম্প্রতি বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য অফিসের কর্মঘণ্টা কমানোর বিষয়টি আলোচনায় আসে। এছাড়া রাত ৮টার পর দোকানপাট, শপিংমল বন্ধ রাখার বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, সব সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং সরকারি অধীনস্ত অফিস সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত চলবে। দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সপ্তাহে দু’দিন বন্ধ থাকবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিজ্ঞপ্তি জারি করবে।

এছাড়া আমনের সেচের সুবিধার জন্য আগামী ১২-১৫ দিন গ্রামে মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সপ্তাহে দুই দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

স্কুল ও কলেজের সাপ্তাহিক ছুটি দুদিন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে এবং মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন।

বৈঠক শেষে সচিবালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, কবে থেকে ছুটি কার্যকর হবে সেটা শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে।

লোডশেডিং পরিস্থিতি বিবেচনা ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সপ্তাহে দুদিন বন্ধ রাখার বিষয়ে বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনায় ছিল। আজ এ বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত এলো।

দশ দিনের ধর্মঘটে বেতন বাড়ল ২৫ টাকা

১৪৫ টাকা মজুরির আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন চা শ্রমিক নেতারা। শ্রম অধিপ্তর ও সরকারের সঙ্গে বৈঠকের পর এ কথা জানান তারা। তবে সাধারণ শ্রমিকরা এর সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন।

শনিবার বিকালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের কার্যালয়ে বৈঠকের পর চা শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নৃপেন পাল বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে আমরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করছি। আমাদের মজুরি ২৫ টাকা বাড়িয়ে ১৪৫ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর থেকে এসে আমাদের সঙ্গে বসবেন বলে জানিয়েছেন। সেখানে আমাদের দাবি-দাওয়া তাকে জানানো হবে। তাই তার আশ্বাসে আমরা আপাতত ধর্মঘট প্রত্যাহার করছি।

রোববার থেকে সব শ্রমিক কাজে যোগ দেবে বলেও জানান তিনি।

এর আগে শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে চা শ্রমিকরা সিলেট বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করে রাখেন। গত ১৩ আগস্ট থেকে দুদিন ২ ঘণ্টার কর্মবিরতি দিয়ে আন্দোলন করছিলেন চা শ্রমিকরা। দাবি না মানায় এরপর তারা পূর্ণ দিবস কর্মবিরতিতে যান।

একই ভাবে মৌলভীবাজারেও চা শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্রমিক নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠক থেকে ১৪৫ টাকা মজুরি মেনে নিয়ে অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন চা শ্রমিক নেতারা।

এদিকে নেতাদের এই সিদ্ধান্তের পর শ্রম দপ্তরের সামনেই বিক্ষোভ শুরু করেন সাধারণ শ্রমিকরা। তারা ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তারা।

এ সময় সমিতির নেতাদের প্রতিও ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাধারণ শ্রমিকরা।

বঙ্গোপসাগরে ৪শ জেলেসহ ৪১ ট্রলার নিখোঁজ

বরগুনার পাথরঘাটা থেকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যাওয়া ৪শ জেলেসহ ৪১টি ট্রলার নিখোঁজ রয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে নিম্নচাপের কারণে বৃহস্পতিবার থেকে সাগর উত্তাল থাকায় বেশ কিছু ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার (২০ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে নিখোঁজ ট্রলার মালিকদের বরাত দিয়ে বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুম মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে বরগুনার পাথরঘাটা পৌর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুজন হাওলাদারের মালিকানাধীন এফবি হাওলাদার নামের একটি ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটলেও তাদের ১৭ জেলেকে অন্য একটি ট্রলার উদ্ধার করে পাথরঘাটা বিএফডিসি ঘাটে নিয়ে এসেছে।

মো. মাসুম মিয়া জানান, কয়েকদিন আগে একটি নিম্নচাপ শেষ হয়েছে। এর পরেই উপকূলের জেলেরা তাদের ট্রলারে রসদ নিয়ে মাছ ধরার জন্য গভীর সমুদ্রে যায়। এদিকে আবারও নিম্নচাপ শুরু হলে সাগর উত্তাল হয়ে পড়ায় গত বৃহস্পতিবার থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন উপজেলার কয়েকটি ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটেছে। এখন পর্যন্ত পাথরঘাটা উপজেলায় ৪১টি এবং মহিপুরে আরও ১১টি মাছ ধরা ট্রলার নিখোঁজ রয়েছে। এছাড়া এফবি হাওলাদার ট্রলারটি ডুবে গেলেও তাদের জেলেদের উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ৪১টি ট্রলারের কোনো খোঁজ না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কোস্টগার্ডসহ সরকারি দপ্তরগুলোকে জানানো হয়েছে। বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির পক্ষ থেকে জেলেদের সন্ধানে বেশ কয়েকটি ট্রলার উদ্ধার অভিযানে কাজ করে যাচ্ছে। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে জেলেসহ ট্রলারগুলো সাগরে ডুবে যেতে পারে।

বরগুনা জেলা ফিশিং ট্রলার শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. দুলাল মাস্টার বলেন, হঠাৎ করে নিম্নচাপ শুরু হলে এফবি হাওলাদার

নামের একটি ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটে। পাথরঘাটা আনছার খানের মালিকানাধীন ট্রলারের মাঝি ইসমাইল হোসেন ডুবে যাওয়া ট্রলারের জেলেদের ভাসতে দেখে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। উদ্ধারকৃত জেলেরা সুস্থ আছেন। তবে এখন পর্যন্ত ডুবে যাওয়া সেই ট্রলারের সন্ধান পাওয়া যায়নি। হঠাৎ করে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হওয়ার পর ওই ট্রলারগুলো নিখোঁজ হয়। এ কারণে ট্রলারগুলো ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কেএম সাফিউল কিঞ্জল বলেন, গত ২ দিন ধরে নিম্নচাপের কারণে সাগর উত্তাল থাকায় অনেক ট্রলার ডুবি ও জেলে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা শুনেছি। এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোস্টগার্ডের পক্ষ থেকে পাথরঘাটা, হাতিয়া, চরফ্যাশন, নিজামপুর, পায়রা পোর্টসহ মোট ৬টি টিম গভীর সমুদ্রে জেলেদের উদ্ধার অভিযানে রয়েছে এবং গতকালও ছিল। আজ শনিবার সকাল ৮টা থেকে এ উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে যা সারাদিন চলমান থাকবে।

তিনি আরও বলেন, ট্রলার মালিক সমিতি থেকে বলা হয়েছে ৪১টি ট্রলার নিখোঁজ রয়েছে। তবে আমরা ট্রলারের জেলেদের নাম সংগ্রহ করার কাজ করছি। আমাদের কাছে নাম আসছে। এখন পর্যন্ত মোট ১৮২ জন নিখোঁজ জেলের নাম আমাদের হাতে এসেছে।